অভিবাসী কর্মীর সুবিচারপ্রাপ্তি

আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা

সারসংক্ষেপ

দেশের সার্বিক উন্নয়নে অভিবাসী কর্মীদের অনেক অবদান থাকলেও এখনও তাদের মর্যাদা ও অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা হয়নি। তাদের জন্য আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা থাকলেও অধিকাংশ অভিবাসী কর্মী তাদের বিচারপ্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন। ফলশ্রুতিতে তারা বিদেশে গিয়ে নানারকম বঞ্চণা, প্রতারণা ও নির্যাতনের শিকার হয়েও সুবিচার পান না। অভিবাসী কর্মীদের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুবিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে অভিবাসন খাতের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের ভূমিকার গুরুত্ব অনেক। তাদের অধিকার সুরক্ষায় বিদ্যমান আইন ও নীতির বাস্তবায়ন এবং সংস্কারের ক্ষেত্রে আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ যৌথভাবে কাজ করলে এসব সমস্যার সমাধান বহুলাংশে সম্ভব। এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু)'র উদ্যোগে এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বিগত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রাজধানীর বিসিডিএম, সাভার-এ অভিবাসী কর্মীর সুবিচারপ্রাপ্তি বিষয়ে আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিনব্যাপী কর্মশালায় ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১২ সালের মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, অভিবাসন বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), অভিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় 'জুডিসিয়াল অ্যাকটিভিজম', নিম্ন আদালতসমূহে অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ ও মানবপাচার সংক্রান্ত মামলার বাস্তবতা নিয়ে পৃথক-পৃথক সেশন এবং অভিবাসী কর্মীর সুবিচারপ্রাপ্তিতে মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা নিয়ে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশ নেন এবং তাদের স্ব-স্ব কাজের ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ

বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা একটি বড় ভূমিকা পালন করছেন। শুধু তাদের পরিবারের জন্য নয় স্থানীয় পর্যায়ে তাদের নিজ এলাকার উন্নয়ন এবং জাতীয় পর্যায়ে রেমিটেন্স আনয়নে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এছাড়াও গন্তব্যদেশের উন্নয়নেও তারা ভূমিকা রাখেন যা সাধারণত অনুক্তই থেকে যায়। দুঃখজনকভাবে গন্তব্যদেশসমূহ ঠিকমতো সেই স্বীকৃতি প্রদান করেন না। একই সাথে আমাদের রাষ্ট্রও অভিবাসী কর্মীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আলোচনায় কিছুটা রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করেন। ফলে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের অভিবাসী কর্মীদের তুলনায় বাংলাদেশের অভিবাসী কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রেই বেশি ভোগান্তির শিকার হন। এদেশে বিভিন্ন সরকারের আমলে ধাপে-ধাপে আইন ও নীতির ক্ষেত্রে বহু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর একটি বড় অর্জন হচ্ছে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন প্রণয়ন। দেশের শ্রম অভিবাসন খাতের বিভিন্ন বিষয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে এটি একটি অন্যতম আইন। রামরুসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আইনটি প্রণয়নের নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছিল। ২০১৩ সালের আইনের অধীনে অভিযোগ উত্থাপন ও বিএমইটি কর্তৃক সালিশ পরিচালনার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের আইনি প্রতিকার পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রেও নাগরিক সমাজের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে অভিবাসীকর্মীর বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কয়েকটি পথ খোলা রয়েছে। তা হচ্ছে- আদালত ও থানায় মামলা দায়ের, সরকারের কাছে সালিশের জন্য অভিযোগ উত্থাপন এবং তৃণমূল পর্যায়ে মধ্যস্থতা সভা আয়োজন। মামলা দায়েরের পাশাপাশি এবং সালিশ ও মধ্যস্থতার মতো বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) পদ্ধতি এই উপায়সমূহের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বিচারপ্রত্যাশী ভুক্তভোগীদের এই সেবাসমূহ প্রাপ্তির পথে নানা রকম বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। রয়েছে আইন ও নীতির জটিলতাও। বিদ্যমান এসব আইনগত উপায়ের সমস্যা নির্ণয় এবং তা উত্তরণে অংশীজন হিসেবে আইনজীবী, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিদ্যমান আইনি উপায়সমূহ

- বিএমইটি-তে সালিশ
- থানায় ফৌজদারী মামলা দায়ের
- আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা দায়ের
- তৃণমূল পর্যায়ে মধ্যস্থতা

শ্রম অভিবাসন, মানবপাচার ও প্রচলিত আইন

শ্রম অভিবাসনের অনিয়মের সাথে মানবপাচার সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উভয় বিষয়ে বিদ্যমান আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ভুক্তভোগীর বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের প্রশ্নে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের আলোচনায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন:

“আমরা ২০১২ সালের আইন এবং ২০১৩ সালের আইন দুটি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আইনজীবী হিসেবে আইন দুটির সুযোগ ও দূর্বলতা যাচাই-বাছাই করা। ২০১৩ সালের আইনের অপরাধ সংক্রান্ত ধারাসমূহের একটি হচ্ছে ৩৫। যেখানে অন্যান্য অপরাধের দন্ড দেওয়া হয়েছে, যার কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা নেই। ফৌজদারী অপরাধে তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকতে হয়- টাইম, প্লেস, ম্যানার। অভিযোগ সুনির্দিষ্ট না হলে তা কার্যকর করা যায় না। এই খাতের সব অনিয়ম ও অপরাধকে আইনে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে ৩১ থেকে ৩৭ ধারা স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা তা মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া ৪০ ধারায় মোবাইল কোর্টের বিধান রাখা হয়েছে। আমরা ভাবি, মোবাইল কোর্টে গিয়ে আমরা একটা দ্রুত সিদ্ধান্ত পেয়ে যাবো। মোবাইল কোর্ট অ্যাক্টটাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, যা আপিল বিভাগে এখনও চলমান। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টকে জুরিসডিকশন দেবার পরেও দ্রুত প্রতিকার পাবার জন্য মোবাইল কোর্টে যাবার প্রয়োজন ছিল না।

মানবপাচার আইনের প্রস্তাবনাটি পড়লে খেয়াল করবেন নিরাপদ অভিবাসনের প্রসঙ্গ আছে। তার মানে অভিবাসনের সাথে মানবপাচার আইনটির সম্পর্ক আছে। অভিবাসন করতে গিয়ে পাচারের ঘটনা ঘটলে এই আইনের অধীনেও প্রতিকারের সুযোগ আছে। কিন্তু আমরা সে সুযোগ কতটা নিতে পারছি। অনেকেই অভিবাসনকে একটা টুল হিসেবে ব্যবহার করে মানবপাচার করছে। সৌদি আরবে আমাদের যত নারী অভিবাসী যাচ্ছেন, তাদের সিংহভাগই তো যৌন নির্যাতন ও শ্রম শোষণের শিকার হচ্ছেন। ২০১২ সালের আইনে সুযোগ থাকার পরেও অভিযুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সি ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আমরা কেন মানবপাচারের মামলা করব না? যেহেতু এই আইনে শাস্তি বেশি, বিচারের দায়িত্বও দায়রা আদালতের। এছাড়া মানবপাচার আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ থাকলেও অভিবাসী আইনের তা নেই। অভিবাসী আইন প্রয়োগের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এখানে অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগের সুযোগ রাখা উচিত ছিল।”

নিম্ন আদালতের অভিজ্ঞতা

টাঙ্গাইল, কুমিল্লা ও ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আটজন আইনজীবী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপে জানা যায়, ২০১৩ সালের আইনের অধীনে দেওয়ানী মামলা দায়ের হয় না বললেই চলে। ফৌজদারী মামলা যেগুলো দায়ের হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশই পরে আদালতের তত্ত্বাবধানে আপোষ-মীমাংসা হয়ে যাচ্ছে। নথিপত্রের অভাবে কোর্ট সিআর মামলা নিতে খুব একটা আগ্রহী হন না। থানায় জিআর মামলা দায়েরের হারও প্রায় শূন্য; কেননা ৩১ ধারার অধীন প্রতারণার মতো অপরাধ আমলযোগ্য নয়।

এ বিষয়ক অধিবেশনে টাঙ্গাইল জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আইনজীবী মো. হুমায়ুন কবীর বলেন:

“রামরুর প্যানেল আইনজীবী হবার পর এ পর্যন্ত সাতটি মামলা আমার কাছে এসেছে। এর মধ্যে ছয়টি মামলাই আপোষ হয়ে গেছে। একটি মামলা কেবল চলমান আছে। টাঙ্গাইলের প্রেক্ষাপটে বলব, এরকম কোনো বিরোধ যখন আমাদের কাছে আসে আমরা সাধারণত পেনাল কোডের ৪০৬, ৪২০ ধারায় মামলা দায়ের করি। সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটরাও কখনো বলেন না যে,

আপনি এই আইনের অধীনে মামলাটি না করে অন্য আইনের অধীন করতে পারতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা আমাদের কাছে মামলা দায়ের করতে আসেন, তাদের কাছে কোনো ডকুমেন্ট থাকে না। ডকুমেন্ট না থাকা বিচার পাবার পথে একটা বড় অন্তরায়। ২০১৩ সালের আইনে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আছে। অন্তত সেগুলোর ফল আমরা কতটা পাচ্ছি সেটা ভেবে দেখতে হবে। আমাদের কাছে যে অভিযোগগুলো আসে তার ৯০ ভাগ আসে মূলত ৩১ ধারার অধীন বিরোধসমূহ থেকে। এই ধারা জামিনযোগ্য হবার ফলে সব ক্ষেত্রেই আসামীর জামিন হয়ে যায় এবং বাদী হতাশ হয়ে যান। এই জায়গাটিতে একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। দেওয়ানী মামলা হবার প্রবণতা কম। আমরা ২০১৩ সালের আইনের অধীনে মূলত ফৌজদারী মামলা হতেই দেখি। টাঙ্গাইলে মানবপাচারের মামলা আমরা তেমন একটা দেখি না। পৃথক কোনো ট্রাইব্যুনালও নেই সেখানে।”

কুমিল্লা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আইনজীবী এবং এপিপি মো. আজিজুল হক ভূঁইয়া যোগ করেন:

“আমি সরকারি আইনজীবী হিসেবে কাজ করছি। আমি কখনো কোনো অভিবাসন সংক্রান্ত মামলা দেখিনি। কিন্তু ডিফেন্স লয়্যার হিসেবে আমি এ ধরণের মামলা করেছি। কিন্তু সেগুলো ছিল পেনাল কোডের ৪০৬, ৪২০ ধারার মামলা। অভিবাসী আইনের অধীনে মামলা দায়ের করার প্রবণতা খুব কম। আমরা অভিবাসী আইনের অধীনে মামলা দায়ের করতে গিয়ে দেখেছি ডকুমেন্ট না থাকায় আদালত মামলা নিতে আগ্রহী হন না। থানায় জিআর মামলা হয় না বললেই চলে। আমি কিছু সিআর মামলা করার চেষ্টা করেছি; ডকুমেন্টের অভাবে আদালত নেননি। অন্যদিকে, কুমিল্লায় মানবপাচার আইনের অধীনে মামলা হতে দেখেছি।”

বিকল্প উপায়ে অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বাস্তবতা

এডিআর বা বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সালিশ ও মধ্যস্থতা, যা অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে অনুসরণ করা হচ্ছে। যেহেতু থানা ও আদালতে মামলা দায়েরের সংখ্যা খুব সীমিত তাই সালিশ অথবা মধ্যস্থতার ওপরেই বিচারপ্রার্থী নথিপত্রবিহীন ভূক্তভোগীদের নির্ভর করতে হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসায় রামরু তৃণমূল পর্যায়ে মধ্যস্থতার জন্য ম্যানুয়াল এবং কমিটি গঠন করে নিয়মিত মধ্যস্থতা সভা আয়োজনের একটি সফল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তৃণমূলের অসংখ্য ভূক্তভোগী এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। মধ্যস্থতার রামরু-মডেলটি এখন অনেকেই অনুসরণীয় মনে করছেন। এর পাশাপাশি ২০১৩ সালের আইনের অধীন সরকার তথা বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত সালিশ অভিবাসন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া হিসেবে সবচেয়ে বেশি মনোযোগের মধ্যে রয়েছে।

কর্মশালার এ অধিবেশনে মো. তাজুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বলেন:

“আলোচ্য আইনে বিধি করার সুযোগ আছে। ৪১ ধারার বিধান অনুসারে যথাযথভাবে সালিশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য একটি বিধি করার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে রামরু একটি খসড়া বিধি করতে সহায়তা করেছিল, যেটার কাজের সাথে আমি ছিলাম। এ কাজের সাথে থাকার সময় দেখেছি বিএমইটির কর্মকর্তারা বলতেন যে, ২০১৭ সালের একটি বিধি আছে। সেখানে ১৫ ধারায় সালিশ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে সরকার আরেকটি বিধি করেছে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই বিধিতেও অভিযোগ তদন্তের বিধান রয়েছে। এই দুটো বিধিতে ২০১৩ সালের আইনের ৪১ ধারাকে প্রয়োগ করার বিধান আছে। এখানে আসলে অভিযোগগুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়নি যে কোনগুলো কোর্টে যাবে এবং কোনগুলো প্রশাসনিক প্রতিকারের জন্য যাবে। আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে সালিশের প্রক্রিয়া আপনি বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবেন। সেখানে কোনো বিধিমালা নেই বলা চলে। যা আছে তা স্ট্যান্ডার্ড না। এখানে ‘মধ্যস্থতা’ নাকি ‘সালিশ’ হবে সেটারও একটা ক্লারিফিকেশন দরকার। আমরা গ্রামাঞ্চলে যেটাকে সালিশ বলি তা আসলে মধ্যস্থতা বা মেডিয়েশন। কিন্তু আর্বিট্রেশন অর্থে সালিশ বললে সেখানে নানা পদ্ধতি মানার বিষয় রয়েছে।”

ফরিদা ইয়াসমিন, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বলেন:

“২০১৩ সালের আইনের অন্যতম দুর্বলতা হলো ৩১ ধারাকে অ-আমলযোগ্য রাখা। আমার মনে হয় ৩১ ধারার অপরাধটিকে আমলযোগ্য, অ-জামিনযোগ্য, অ-আপোষযোগ্য করা উচিত। যেহেতু এই ধারার অধীনেই অধিকাংশ মামলা দায়ের হয়। এছাড়া এই আইনটিকে পরিচিত করাতে জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির সহায়তায় নবীন বিচারক, আইনজীবী এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।”

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া যোগ করেন:

“২০১৩ সালের আইনের ৪১ ধারা আইনের যে অধ্যায়ের অংশ তার শিরোনাম- অপরাধ, দণ্ড ও বিচার। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে এগুলো ফৌজদারী বিষয়। তো ফৌজদারী বিষয় যেমন: ‘প্রতারণা’ তার সালিশ কি একটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ করতে পারে? ৪১(১) উপধারা পড়লেও দেখা যায় শেষে বলা হয়েছে ‘যে কোনো অভিযোগ’ সালিশের জন্য উত্থাপন করতে পারবে। আপনি ‘যে কোনো অভিযোগ’-এর সালিশ কোন কর্তৃত্বে করবেন? কী কী বিষয় সালিশ করা যাবে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা দরকার ছিল। আর সরকারের কাছে আপিল করার পর সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবার পর আইনগত অধিকার হিসেবে রিভিউ এর সুযোগ আর থাকছে না। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কোথাও আপিলের ব্যবস্থা রেখে সরকারের কাছে রিভিউয়ের ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সরকার সিদ্ধান্ত দেবার ফলে আর কোনো আইনগত উপায় না থাকায় সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ বলে হাইকোর্টে জুডিসিয়াল রিভিউয়ের অর্থাৎ রিট পিটিশন দাখিল করার সুযোগ আছে। সেক্ষেত্রে মামলার জট কমাতে গিয়ে উল্টো হাইকোর্টে মামলা করার পথ রাখা হয়েছে।”

অভিবাসী কর্মীর অধিকার সুরক্ষায় জুডিসিয়াল অ্যাকটিভিজম

কর্মশালার এ অধিবেশনে অভিবাসীর কর্মীর অধিকার সুরক্ষায় জুডিসিয়াল অ্যাকটিভিজম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। এ পর্বে বাংলাদেশে জুডিসিয়াল অ্যাকটিভিজমের প্রকৃতি, সাম্প্রতিক নজির, সফলতা, ব্যর্থতা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীগণ।

এ পর্বে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন:

"আমরা ২০১৩ সালের আইনের ৪১ ধারায় উল্লেখিত 'সরাসরি আদেশ' এবং মূল আইনে না থাকা স্বত্ত্বেও ২০১৭ সালের বিধিমালার ১৫ বিধিতে ব্যবহৃত 'মধ্যস্থতা'র বিষয়গুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি। ২০১৩ সালের আইনের অধীনে সালিশের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা নেই। আমরা এখানে আদালতের কাছে একটি জুডিসিয়াল গাইডলাইন চাইতে পারি, যতদিন না বিধিমালা প্রণয়ন হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এরকম একটি গাইডলাইন কোর্ট দিয়েছিলেন অ্যামিকাস কিউরির সহায়তা নিয়ে। এরপর এক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন আসে। যেহেতু নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষার প্রশ্নেও ২০১৩ সালের আইনে সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই এক্ষেত্রেও গাইডলাইন চাওয়া যেতে পারে। এছাড়া আইনটিকে পপুলার করার জন্য সোশ্যাল অ্যাকটিভিজমেরও প্রয়োজন রয়েছে।"

উচ্চ আদালতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যোগ করেন:

"তিনশ'জন অভিবাসী কর্মী যারা বিভিন্ন কারণে উপসাগরীয় পাঁচটি দেশে অসুবিধায় পড়েছিলেন, কোভিডকালে নানা অসুবিধার কারণে তারা অ্যামবেসিতে সাহায্য চেয়েছিলেন। অ্যামবেসি তাদের সাহায্য না করে নানাভাবে নিগৃহীত করে। তারা প্রতিবাদ করলে তাদের ধরে এনে গ্রেফতার করে আটকে রাখা হয় এয়ারপোর্টে। এরপর তাদের ৫৪ ধারায় আটক দেখানো হয়। ৫৪ ধারায় ১৫ দিনের বেশি কাউকে আটক রাখার বিধান নেই। অথচ ১৫ দিন পার হয়ে গেলেও তাদের জামিন নিতে হচ্ছিল। এটা ম্যাজিস্ট্রেটদের নজরেও আসেনি। তখন আমরা কোয়াশমেন্টের জন্য হাইকোর্ট ডিভিশনে গেলাম, যে এই পুরো বিষয়টাই বেআইনী। ৮ অক্টোবর ২০২০-এ একটা রুল হলো। ৫ নভেম্বর ২০২০-এ এ বিষয়ক দায়ের করা প্রথম মামলাটি কোয়াশ হলো এবং আদালত সবাইকে ছেড়ে দিতে বললেন। আদালত রায়ে ৫৪ ধারা সংক্রান্ত ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা মেনে চলতে বললেন। এরপর দ্বিতীয় ধাপে আমরা আরো একটি কোয়াশমেন্টের পিটিশন করলাম, যেটা ২২ অক্টোবর ২০২০-এ রুল হলো। ২৭ জানুয়ারি ২০২১-এ মামলাটি কোয়াশ হলো। এটা আমাদের একটা বিরাট সফলতার জায়গা হলেও পরোক্ষ একটা ব্যর্থতার জায়গা আছে। আর তা হলো ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় করতে না পারা।"

অভিবাসী কর্মীর সুবিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে মিডিয়ার ভূমিকা

কর্মশালার এ পর্বে মিডিয়ার ভূমিকা বিষয়ক প্যানেল আলোচনায় উদিসা ইসলাম, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, বাংলা ট্রিবিউন বলেন:

"বিদেশে গিয়ে আমাদের অদক্ষ শ্রমিকদের করতে হয় কম বেতনের কাজ বা গৃহের কাজগুলো। না জেনে যাওয়ার ফলে যখন তারা ন্যায্য বেতন পান না, ছুটি পান না তখন কোথায় প্রতিকারের জন্য যেতে হবে, কোথায় গেলে অধিকার ফিরে পাবেন সেটাই তারা জানেন না। তাদের কিভাবে সহায়তা করতে হবে এই দিকগুলো খুঁজে বের করাটাও গণমাধ্যমের কাজ। তৃণমূলের প্রকৃত চিত্র তুলে আনতে স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে।"

কামরান সিদ্দীকি, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড যোগ করেন:

"মাইগ্রেশন সেক্টর কাভার করার জন্য ডেডিকেটেড স্টাফ রাখা সংবাদমাধ্যমগুলোর জন্য কঠিন। যার ফলে নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থেকে একটা রিপোর্ট নিয়ে ফলো-আপ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সময় সরাসরি তথ্য পাচ্ছি না। ফলে রিপোর্ট দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।"

অভিবাসী কর্মীর সুবিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিকরণে সুশীল সমাজের ভূমিকা

এ পর্বে অনুষ্ঠিত প্যানেল আলোচনায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ তাদের স্ব-স্ব কাজের ক্ষেত্রে থেকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

বিনয় কৃষ্ণ মল্লিক, নির্বাহী পরিচালক, রাইটস্ যশোর তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে গিয়ে বলেন:

"আশির দশকে প্রথমে যখন মানব পাচারের বিরুদ্ধে কাজ শুরু হয় সেই থেকেই আমি কাজ করছি। কিছুদিন আগে দুবাই থেকে ছয় জন ভূক্তভোগীকে দেশে ফেরত নিয়ে আসি। চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দিয়ে তাদের পাসপোর্ট ও স্মার্টকার্ড আটকে রেখেছিল। তাদের ফিরিয়ে এনে মামলা করেছি এবং সেই মামলা এখনো চলছে। কবে তারা বিচার পাবেন জানি না। কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ায় একটি ছেলে মারা যায়। তাঁর মরদেহ পাঠাচ্ছিল না কারণ সে অবৈধ পথে গেছে। সেই মরদেহ ফিরিয়ে আনতেও অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।"

কাজী আবুল কালাম, সাবেক যুগ্ম সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যোগ বলেন:

"২০১৩ সালের এই আইনটি তৈরিতে শুরু থেকেই রামরু ছিলো এবং আমারও অভিজ্ঞতা আছে শুরু থেকে কাজটি করার। তারই ফলাফল হিসেবে আজ দেখলাম এই আইনের কোথায় কী ঘাটতি আছে। পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমিতে এই আইনটি সম্পর্কে অবহিত করানোর বিষয়টি নিয়ে ভাবা যেতে পারে।"

অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ড. নুরুল ইসলাম যোগ করেন:

"অভিবাসীদের সবসময় দোষারোপ করা হয় যে আপনারা বৈধপথে যান নি। অনেক সময় তাদের কাগজ হারিয়ে যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাদের কাগজপত্র কেড়ে নেয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে তারা রেগুলার পথে গেলেও আনডকুমেন্টেড হয়ে পড়েন। আমরা

যতই দুঃখ করি যে আইন ঠিক ভাবে করা হয়নি কিন্তু এই আইনের আওতায় তো কেইসই হয়নি। এই দশ বছরে হাতে গোনা কয়েকটা কেইস হয়েছে। আইনটির প্রতি অভিবাসীদের আস্থা তৈরি করতে হবে।"

সি আর আবরার, নির্বাহী পরিচালক, রামরু বলেন:

"কোভিডকালে অভিবাসীদের বঞ্চণার নানা দিক সামনে এসেছে। ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষানুরাগী, মানবাধিকারকমী, সুশীল সমাজ এগিয়ে এসে এ বিষয়ে কাজ করছে। মজুরি চুরির বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড় একটি ক্যাম্পেইন চলছে আমরা সুশীল সমাজ এর একটি বড় অংশ। তবে এখনও অভিবাসীদের আইনী সুরক্ষা প্রত্যাশামতো নিশ্চিত হয়নি।"

কর্মশালার সমাপনী পর্বের বক্তব্যে কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন বলেন:

"অভিবাসীদের আমরা রেমিট্যান্স যোদ্ধা বলি। আমরা তাদের রেমিট্যান্স নিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা করি কিন্তু সার্ভিস নিতে গেলে তারা পদে-পদে অবহেলিত হন। আমার মনে হয়, একটা পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করা উচিত কেন এই গ্রুপটি এতোটা অবহেলিত। কোভিড আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রেমিট্যান্স কতটা জরুরি। তাই অভিবাসীদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। রামরু সব সময় এ ধরণের কাজ করে থাকে বলে তাদের সাথে কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ভবিষ্যতেও আমরা রামরুর পাশে আছি।"

সুপারিশমালা

- কর্মসংস্থান চুক্তি ও অন্যান্য বৈধ কাগজপত্র যথাযথ উপায়ে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে বিদেশ গমনের বিষয়ে অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১ থেকে ৩৭ ধারা শ্রম অভিবাসন খাতের সব অনিয়ম ও অপরাধের শাস্তি বিধান করতে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা তা পুনর্মূল্যায়ন করা এবং আইনটির ৩১ ধারার অপরাধসমূহকে 'আমলযোগ্য' করা;
- আইনটির ৪১ ধারায় কী ধরণের অভিযোগের সালিশ করা যাবে তা স্বতন্ত্র বিধিমালা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা এবং উক্ত বিধিমালায় সালিশের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা;
- আইনটির অধীনে সালিশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ায় আইনগত অধিকার হিসেবে রিভিউয়ের সুযোগ না থাকায় মধ্যবর্তী কোথাও আপিলের ব্যবস্থা রেখে সরকারের কাছে রিভিউয়ের ব্যবস্থা রাখা;
- আইনটিতে নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধান সন্নিবেশ করা এবং এ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা;
- আইনটিকে আরো পরিচিত করাতে জুডিসিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি এবং সংবাদকর্মীদের সহায়তায় নবীন বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের নিয়ে এ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা;
- অভিবাসন বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিতে তৃণমূল পর্যায়ে মধ্যস্থতাকে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ।

স্বীকৃতি

এই পলিসি ব্রিফটি বিগত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রাজধানীর বিসিডিএম, সাভার-এ রামরু আয়োজিত অভিবাসী কর্মীদের সুবিচারপ্রাপ্তি বিষয়ে আইনজীবী, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক একটি কর্মশালার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। পলিসি ব্রিফটি প্রস্তুত করেছেন মো. শিমনউজ্জামান, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর; সহায়তা করেছেন রুকাইয়া পারভীন তুবা, প্রোগ্র্যাম অফিসার এবং ডিজাইন করেছেন মো. পারভেজ আলম, সিনিয়র অফিসার (আইটি অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স), রামরু।

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালার একটি পর্ব

RMMRU

The Asia Foundation

রামরু'র অন্যান্য পলিসি ব্রিফ পেতে ভিসিট করুন রামরু ওয়েবসাইটে: www.rmmru.org

রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস্ রিসার্চ ইউনিট (রামরু)

সাত্তার ভবন (৫ম তলা), ১৭৯, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: ৮৮০২-৫৮৩১৬৫২৪, ফেইসবুক: www.facebook.com/rmmru

ই-মেইল: info@rmmru.org

কপিরাইট © RMMRU

মে ২০২৩